আঞ্চলিক নাগরিক সংলাপ: রাঙামাটি

জাতীয় নির্বাচন ২০০৭: জবাবদিহিমূলক উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সুশীল সমাজের উদ্যোগ

যারা কথা বলেছেন

১. গৌতম দেওয়ান, (সভাপতি), সাবেক চেয়ারম্যান, রাঙামাটি জেলা পরিষদ ও সভাপতি, বন ও ভূমি অধিকার সংরক্ষণ আন্দোলন
২. মতিউর রহমান, সম্পাদক, প্রথম আলো
৩. হাবিবুর রহমান হাবিব, চেয়ারম্যান, রাঙামাটি পৌরসভা
৪. কাজী নজরুল ইসলাম, সভাপতি, রাঙামাটি চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি
৫. আলো রানী আইচ, সাবেক উপাধ্যক্ষ, রাঙামাটি সরকারি কলেজ
৬. সুনীল কান্তি দে, সভাপতি, রাঙামাটি প্রেসক্লাব
৭. রকি চাকমা, সাধারণ সম্পাদক, রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি, রাঙামাটি
৮. দুলাল কান্তি সরকার, আইনজীবী
৯. প্রিয়দর্শী চাকমা, সাধারণ সম্পাদক, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ, কেন্দ্রীয় কমিটি
১০. মামুনুর রশীদ মামুন, সভাপতি, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, রাঙামাটি জেলা
১১. বিনোতা ময় ধামাই, সহ-সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম
১২. লক্ষ্মীপ্রসাদ চাকমা, সহ-সভাপতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি
১৩. মাহবুব আলম চৌধুরী, কমান্ডার, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, রাঙামাটি জেলা
১৪. নাজিয়া আফরীন, জানিপপ
১৫. জামাল নজরুল ইসলাম, ইমেরিটাস অধ্যাপক, গণিত ও ভৌতবিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
১৬. মণিস্বপন দেওয়ান, উপমন্ত্রী, পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয়
১৭. সুকুমার দেওয়ান, সচিব, উপজাতীয় সামাজিক ফোরাম
১৮. সাগরিকা রোয়াজা, চেয়ারপারসন, সুপ্র
১৯. হংসধ্বজ চাকমা, সভাপতি, খাগড়াছড়ি নাগরিক কমিটি
২০. সন্তোষিত চাকমা, সচিব, জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতি
২১. সুদত্ত বিকাশ তন্‌চংগ্যা, সমাজকর্মী
২২. শিশির চাকমা, শিক্ষাবিদ ও সংস্কৃতিকর্মী
২৩. জহির আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক, বিএনপি, রাঙামাটি জেলা
২৪. দিলীপ দেব, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, রাঙামাটি জেলা
২৫. মাওলানা মোহাম্মদ শাহজাহান, ভাইস চেয়ারম্যান, জাতীয় পার্টি, কেন্দ্রীয় কমিটি
২৬. ফজলে এলাহী, নির্বাহী পরিচালক, গ্লোবাল ভিলেজ, রাঙামাটি
২৭. শক্তিমান চাকমা, আইনজীবী
২৮. ডা. কনিষ্ক চাকমা, বিশিষ্ট চিকিৎসক
২৯. বিমল কান্তি সাহা, সাবেক সহকারী প্রধান শিক্ষক, রাঙামাটি সরকারি উচ্চবিদ্যালয়
৩০. সুরেশ কুমার চাকমা, সভাপতি, বাংলাদেশ ইউনিয়ন পরিষদ ফোরাম
৩১. ফিরোজ আল মাহমুদ, কমিশনার, রাঙামাটি পৌরসভা
৩২. শক্তিপদ ত্রিপুরা, সভাপতি, খাগড়াছড়ি জেলা হেডম্যান অ্যাসোসিয়েশন
৩৩. অংসুই প্রু চৌধুরী, চেয়ারম্যান, ১ নম্বর বেতবুনিয়া ইউপি
৩৪. ললিত সি চাকমা, সম্পাদক, সুপ্র, রাঙামাটি
৩৫. রাজা দেবাশীষ রায়, চাকমা প্রধান ও সদস্য নাগরিক কমিটি
৩৬. গৌতম কুমার চাকমা, সদস্য, আঞ্চলিক পরিষদ, রাঙামাটি

৩৭. সৈয়দ মাহাবুব আহামদ, সাংবাদিক
৩৮. সুশীল প্রসাদ চাকমা, জেলা প্রতিনিধি, দৈনিক যুগান্তর
৩৯. মো. মোস্তফা কামাল, নির্বাহী পরিচালক, সেন্টার ফর হিল ইনফরমেশন ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস
৪০. সাখাওয়াৎ হোসেন, জেলা প্রতিনিধি, দৈনিক পূর্বকোণ
৪১. বিপ্লব চাকমা, সহ-সভাপ্রধান, সুপ্র, রাঙামাটি
৪২. মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান, সম্পাদক, বন্ধুসভা, রাঙামাটি
৪৩. মানস মুকুর চাকমা, সদস্য, জুম ঈসথেটিকস কাউন্সিল
৪৪. মোহাম্মদ আলী, নির্বাহী পরিচালক, শাইনিং হিল, রাঙামাটি
৪৫. গিয়াস উদ্দিন খোকন, উদ্যোক্তা
৪৬. জাহাঙ্গীর আলম মুন্না, সাধারণ সম্পাদক, ফেমা, রাঙামাটি জেলা
৪৭. মোখতার আহম্মদ, আইনজীবী
৪৮. সুপল চাকমা, আইনজীবী
৪৯. নূরুল আফসার, সহকারী স্কাউটস কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস, রাঙামাটি
৫০. চিংকিউ রোয়াজা, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও সাবেক চেয়ারম্যান, রাঙামাটি জেলা পরিষদ
৫১. মথুরা লাল চাকমা, সদস্য, উপদেষ্টামণ্ডলী, জেএসএস
৫২. নূর মোহাম্মদ, শিক্ষক
৫৩. অ্যাডভোকেট জুয়েল দেওয়ান, সমন্বয়কারী, ব্লাস্ট
৫৪. নন্দ কিশোর চাকমা, প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর, সোশ্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট সোসাইটি
৫৫. চিরজ্যোতি চাকমা, সাবেক পৌর কমিশনার
৫৬. শিমুল চাকমা, উন্নয়নকর্মী
৫৭. জামাল উদ্দিন, সংবাদকর্মী
৫৮. মো. ওমর ফারুক, সভাপতি, এইচএসডিও
৫৯. জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা, সভাপতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ

সমন্বয়কারী
দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: নির্বাহী পরিচালক, সিপিডি

সূচনা পর্ব
ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য
প্রথম আলো, দি ডেইলি স্টার, চ্যানেল আই ও সিপিডির আয়োজনে ষষ্ঠ নাগরিক সংলাপ আজ রাঙামাটিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রথাগতভাবে নাগরিক সংলাপ বিভিন্ন নগরে কিংবা বিশেষ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় স্থানে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বিশেষ করে যেসব অঞ্চলে ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও ক্ষুদ্র জাতিসত্তার লোকের বাস, তাদের বক্তব্য জাতীয় স্রোতধারায় নিয়ে আসার চেষ্টা কম দেখা যায়। সেক্ষেত্রে আজ এটা আমাদের বিশেষ উদ্যোগ। ২০০১ সালে জাতীয় নির্বাচনের প্রাক্কালে সিপিডি-প্রথম আলো-দি ডেইলি স্টার একই রকমভাবে যুক্ত হয়ে আগামী সরকারের জন্য নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে কী করণীয়, কী প্রস্তাব আছে, সেগুলো একত্র করে বিশেষজ্ঞ নাগরিকদের সমন্বয়ে টাস্কফোর্স গঠন করে একটি রিপোর্ট আমরা তৈরি করেছিলাম। এগুলো পরবর্তী সরকারের কাছে তুলেও দিয়েছিলাম। রিপোর্টগুলো বিভিন্ন অঞ্চলে অলোচিত হয়েছিল। তার ভেতর দিয়ে নাগরিক সমাজের মতামত আমরা সরাসরি সরকারের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলাম। ২০০৩ সালে অনুরূপ আরেকটি চেষ্টা নিয়ে আমরা দেখতে চেয়েছিলাম যেসব পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল তা কতটুকু কার্যকর হয়েছে।

দেশ এগোয়নি এ কথা আমরা বলছি না। এ সময়ে দেশে মাথাপিছু আয় বেড়েছে, উৎপাদন বেড়েছে, জাতীয় রপ্তানি বেড়েছে, শিক্ষার হার বেড়েছে, শিশুমৃত্যুর হার কমেছে। অর্থাৎ উন্নয়ন কিন্তু হয়েছে। তবে তার সুফল সবাই সমভাবে পায়নি। অনেক ক্ষেত্রে উন্নয়নের ধারার বিকৃতির কারণে, কখনোবা দুর্নীতির কারণে সাধারণ মানুষের কাছে তা পৌঁছায়নি। আবার সাধারণের কাছে যা পৌঁছনোর সুযোগ ছিল, তার চেয়ে আরও পৌঁছায়নি প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের কাছে। যেমন পার্বত্য চট্টগ্রাম। উন্নয়নের সুফল ঠিকভাবে পৌঁছায়নি নদীভাঙনকবলিত মানুষের কাছে, পৌঁছায়নি চরাঞ্চলের মানুষের কাছে। দরিদ্র ও ধনীর যে বৈষম্য, তাদের জীবন মানের যে পার্থক্য, সেটা অনেকগুণ বেড়ে গেছে। শহরের সঙ্গে গ্রামের পার্থক্য বেড়েছে। এসব সমস্যাকে সামনে রেখে আমরা ভাবলাম, এটা যদি ১৫ বছরের অভিজ্ঞতা হয়, তাহলে এর পরের ১৫ বছরে কী হবে। কারণ পরের ১৫ বছরে বাংলাদেশের বয়স হবে ৫০ বছর। সেটা চিন্তা করে নাগরিকদের একত্র করে, বিশিষ্ট নাগরিকদের নিয়ে একটা কমিটি তৈরি করলাম। এটাকে সামনে নেওয়ার লক্ষ্যে একটা প্রাথমিক খসড়া তৈরির কাজ ইতিমধ্যেই আমরা এগিয়ে নিয়েছি। একে আমরা বলেছি রূপকল্প বা ভিশন। এই রূপকল্পের এক পৃষ্ঠার একটা নাগরিক আকাঙ্ক্ষার তালিকা আপনাদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। এর সঙ্গে আপনারা কতটা একমত হন, সে মতামত আপনারা দেবেন। এটা আমরা পরিষ্কারভাবে বলেছি, বাংলাদেশে এ নাগরিক আকাঙ্ক্ষার অন্যতম প্রেরণা হলো ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধের ভেতর থেকে যে মৌলিক মূল্যবোধ বেরিয়ে এসেছে, আগামী দিনে বাংলাদেশকে গড়ে তোলার জন্য সেটাই নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করবে। আমরা সে মূল্যবোধগুলোই এখানে নিয়ে আসার চেষ্টা করেছি। তাই আমরা বলছি, আপনারা এটাকে যত্ন নিয়ে পড়বেন। মতামত দেবেন। কিছু যদি সংযোজন, পরিমার্জন কিংবা ভাষাগত পরিবর্তন করতে পান, সেটা বলবেন।

আলোচনা

মতিউর রহমান

সবাইকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আজ আপনারা যে বৃষ্টি উপেক্ষা করে এখানে এসেছেন, সেজন্য আপনাদের ধন্যবাদ জানাই। ড. দেবপ্রিয়র কাছে আপনারা আমাদের উদ্যোগ সম্পর্কে শুনেছেন। পত্রিকা, টেলিভিশনের মাধ্যমে জেনেছেন। আমরা ময়মনসিংহ, যশোর, কুমিল্লা, বরিশাল ও সিলেটে এভাবে ওই অঞ্চলের জনপ্রতিনিধি, রাজনীতিবিদ, সমাজসচেতন ব্যক্তিদের নিয়ে এ আয়োজন করেছি এবং এটা অব্যাহত থাকবে। সভার রিপোর্ট প্রথম আলোর মাধ্যমে আপনারা জেনে থাকতে পারেন, বিশেষ করে চ্যানেল আইয়ে দেখানো হয়। আসলে বক্তব্য আমাদের খুব সংক্ষিপ্ত। আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি ৩৫ বছর হয়ে গেল। অনেক সমস্যা আমাদের রয়েছে। সমাধানের পথ বের করতে হবে। পাশাপাশি পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী মানুষের সমস্যা সমাধানের পথও আমরা খুঁজে পাব, এ আশা করছি। এটুকু বলতে পারি, আপনাদের দাবি, লড়াই ও আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে আমরা ঐকমত্য পোষণ করছি। আপনাদের পাশে আছি এবং থাকব। আজ ও ভবিষ্যতেও। আমাদের উদ্যোগে আপনারা অংশ নেবেন, সহযোগিতা করবেন এ আশা করি।

হাবিবুর রহমান হাবিব

জাতীয় রাজনীতির দিকে যদি আমরা দৃষ্টি রাখি তাহলে দেখি, সমগ্র জাতি আজ শুধু আদর্শগত কারণেই বিভাজিত নয়, প্রতীকসম্পন্ন একটি প্রক্রিয়ায় বিভক্ত হয়ে পড়েছে। আজ আমরা সৎ মানুষের খোঁজে বাংলাদেশ ঘুরে বেড়াচ্ছি। ধরুন, আমরা সৎ মানুষ খুঁজে পেলাম, তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ধারণা নিলাম, কিন্তু দেখা গেল তিনি দলের প্রার্থী হতে পারলেন না। তখন কী হবে? এখন যদি কোনো সিলেকশন ক্রাইটেরিয়া না থাকে, মাঠ জরিপ করে যদি প্রার্থী বাছাই না করা হয়, তখন জনগণ আর কী করবে? মন্দের ভালো ভেবে প্রতীকে সিল মারবে। এভাবে প্রতীকসম্পন্ন একটি জনগোষ্ঠী তৈরি হয়েছে দেশে। যতক্ষণ পর্যন্ত না রাজনৈতিক দলগুলো বিচার-বিশ্লেষণ করে যোগ্য

প্রার্থী মনোনয়ন দেবে ততক্ষণ পর্যন্ত যোগ্য প্রতিনিধি নির্বাচন আমাদের জন্য কঠিন হবে। আবার ধরুন, সিপিডি, প্রথম আলো, ডেইলি স্টার, চ্যানেল আইয়ের এ উদ্যোগের ফলে আমরা সচেতন হয়ে উঠলাম, জনগণ সচেতন হয়ে উঠল। দলীয় রাজনীতির মধ্যেও যোগ্য প্রার্থীকে তারা ভোট দিলেন। কিন্তু সংসদে আবার আরেকটি আইন আমরা দেখতে পাই। সেটা হচ্ছে, দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে ভোট দিলে তার সদস্যপদ চলে যায়। তাহলে কী দাঁড়াল? আমি যে ভালো মানুষকে ভোট দিলাম, বিবেকের তাড়নায় তিনি দলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ভোট দিলে তার সদস্যপদ চলে যায়। আর সুশীল সমাজ তার সমালোচনা করে। কিন্তু তিনি তো বিধি ব্যবস্থার শিকার।

পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষ সুদীর্ঘকাল জাতীয় রাজনীতির স্রোতধারা থেকে দূরে ছিল। '৯৭-পরবর্তী সময়ে জাতীয় রাজনীতির স্রোতধারায় যুক্ত হয় এ অঞ্চল। কিন্তু পার্বত্য শান্তিচুক্তি এখনো বাস্তবায়িত হয়নি। গত সরকারও করেনি, এ সরকারও করছে না। একসময় চুক্তি নিয়ে এ অঞ্চলের মানুষ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। আবার এ চুক্তিকে পুঁজি করে অনেকে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের চেষ্টা চালাচ্ছে। শান্তিচুক্তি আজ নীতিগতভাবে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। আমরা রাজনৈতিক কারণে অনেক সময় সত্যকে স্বীকার করি না। যে উদ্যোগ আপনারা নিয়েছেন, আমি আশা করব এর মাধ্যমে দেশের মানুষ সচেতন হয়ে উঠবে। আগামী নির্বাচনে তার প্রতিফলন আমরা দেখতে পাব।

কাজী নজরুল ইসলাম

আমি যতদূর জানি, দেশে নয়টি শিক্ষা কমিশন হয়েছে। কিন্তু একটাও আলোর মুখ দেখেনি। আজ শহর ও গ্রামের মধ্যে শিক্ষার যে বৈষম্য, তাতে শিক্ষা গ্রামের মানুষের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে গেছে। এ বৈষম্য দূর করার বিষয়টি রূপকল্পে আরও সুস্পষ্ট করে উল্লেখ থাকলে ভালো হতো। আজ উন্নয়নের কথা বলা হচ্ছে। অথচ পার্বত্য চট্টগ্রামে বেশির ভাগ এলাকায় বিদ্যুৎ নেই। নিরাপদ পানির বড় অভাব। পর্যটক আকর্ষণে সুন্দর সুন্দর কথা বলা হলেও সম্ভবত কাপ্তাই লেকের পানি আজ সবচেয়ে বিষাক্ত। আমার মূল কথা, বিদ্যুৎসুবিধা মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে হবে। সুপেয় পানির বন্দোবস্ত করতে হবে। এ অঞ্চলে উন্নয়নের জন্য যে টাকা খরচ হচ্ছে তা কোথায়? আমরা জানি, প্রচুর সম্পদ এখানে আছে। কিন্তু তা পরিকল্পিতভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে না।

আলো রানী আইচ

আজ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন উদ্যোগ-আয়োজনের ফলে সচেতনতার সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু রাজনীতিবিদদের চেতনা কি জেগেছে? আমরা কেন রাজপথে নারীদের ওপর পুলিশের বর্বর নির্যাতন দেখতে পাই। ২০০৭ সালে যাদের আমরা পাঠাব তারা যেন প্রজ্ঞাবান হন, সৎ হন এবং যোগ্যতাসম্পন্ন হন। আর সিপিডি যে সুপারিশমালা নিয়ে যাচ্ছে, তা সরকার কীভাবে মূল্যায়ন করছে? তাদের শোনানোর ব্যবস্থা আপনারা করেন। পার্বত্য চট্টগ্রামে আমাদের বহু সমস্যা। গাছ কাটা বন্ধ, মাছ ধরা বন্ধ, মানুষকে তো জীবিকা নির্বাহে বিকল্প কিছুর ব্যবস্থা করে দিতে হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ঘটাতে হবে।

সুনীল কান্তি দে

রাঙামাটিসহ তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদ এখানে রয়েছে। এগুলোর নির্বাচন হলে এখানে আঞ্চলিক পরিষদ জনপ্রতিনিধিত্বশীল হতে পারত। পার্বত্য চট্টগ্রামের ভোটার তালিকা নিয়ে অনেকে বলছেন, এক দেশে দুটি তালিকা কেন হবে। জাতীয় সংসদে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন পাস হয়েছে। সে আইনেই বলা আছে কারা ভোটার হবেন। তাহলে সে আইন অনুযায়ী যদি পার্বত্য এলাকায় ভোটার তালিকা হয়, তাহলে সেটা কোন অর্থে অসাংবিধানিক হবে? পাশাপাশি ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সাংবিধানিক অধিকার দেওয়ার দাবি সংযোজনের জন্য আমি আপনাদের প্রতি অনুরোধ জানাব। আমরা জানতে পারলাম না, কেন আমরা মোবাইল ব্যবহার করতে পারব না।

স্বাধীন দেশের এক-দশমাংশ এলাকার মানুষ উন্নত প্রযুক্তির সেবা থেকে বঞ্চিত। এ থেকে আমরা পরিত্রাণ চাই।

রকি চাকমা

আমার জীবনে সচেতনভাবে আমি তিনবার ভোট দিতে পেরেছি। সে অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি। তিনবারই আমরা প্রতারিত হয়েছি। আমাদের এখানে যে জেলা পরিষদ রয়েছে তা পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়িত হওয়া দরকার। পরিষদে ৩৪ জন সদস্য থাকার কথা, একজন চেয়ারম্যান থাকবেন। বাকিরা বিভিন্ন জাতিসত্তার প্রতিনিধিত্ব করবেন। কিন্তু এর সদস্যসংখ্যা হয়ে গেল পাঁচ। দীর্ঘদিন ধরে ফ্যাক্সের মাধ্যমে তারা নির্বাচিত হয়ে আসছেন। ফলে তারা সত্যিকারের জনপ্রতিনিধি কি না তা নিয়ে সংশয় থেকেই যাচ্ছে। জনগণের সুবিধা দেখার বদলে দল বা ব্যক্তির কাছেই উনারা জিম্মি থেকে যান। ভবিষ্যতে যারা সংসদে যাবেন, আমি তাদের মাধ্যমে বলতে চাই, আপনারা আমাদের অধিকারগুলো ফিরিয়ে দিন। আমি সংসদে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার প্রতিনিধিত্ব দেখতে চাই।

অ্যাডভোকেট দুলাল কান্তি সরকার

আজ যোগ্য প্রার্থীর কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু দেশের সব যোগ্য প্রার্থীকে তো বেছে বেছে মেরে ফেলা হচ্ছে। নাগরিক আকাঙ্ক্ষার তিন নম্বরে ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সমঅধিকারের কথা আছে। আমি এ ক্ষেত্রে 'সমঅধিকারের স্থানে' 'অগ্রাধিকার' শব্দটি ব্যবহারের প্রস্তাব রাখছি। দেশে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে যে বাধা আসছে, তার জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার প্রস্তাব করছি।

প্রিয়দর্শী চাকমা

এখানে শান্তিচুক্তি মোতাবেক ভোটার তালিকা না হলে কীভাবে এখান থেকে সত্যিকারের জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হবে। চুক্তির বাস্তবায়ন ছাড়া এখান থেকে প্রকৃত জনপ্রতিনিধি পাঠানো সম্ভব নয় বলে আমি মনে করি। আজ যারা জনপ্রতিনিধি রয়েছেন, সংসদে কিংবা পৌরসভায়, চুক্তি অনুযায়ী তারা বৈধ জনপ্রতিনিধি নন বলে আমি মনে করি।

লক্ষ্মীপ্রসাদ চাকমা

সংবিধানে আমাদের স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। আর পরিচয় সংকটের কারণে আমাদের অধিকারগুলো স্বীকৃত হয়নি। এ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমি প্রস্তাব করছি, আগামী সংসদে যেন আমাদের সাংবিধানিক স্বীকৃতিদানের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৯৭ সালে সরকারের সঙ্গে জনসংহতি সমিতির চুক্তি হয়েছে। এর মাধ্যমে এখানে একটি স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা গড়ে ওঠার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল। অথচ অপারেশন 'উত্তরণ' এখানে এখনো জারি রয়েছে। সাধারণ প্রশাসন বলেন, আঞ্চলিক পরিষদ বলেন, কোনো কিছুই কাজ করতে পারছে না। তাই আমি সুশীল সমাজসহ সব রাজনৈতিক দলের কাছে আহ্বান জানাই, অবিলম্বে পার্বত্য চট্টগ্রামে জারিকৃত সামরিক শাসন প্রত্যাহারের ব্যবস্থা করা হোক। পাশাপাশি পার্বত্য জেলা পরিষদ যথাযথভাবে পুনর্গঠন এবং চুক্তি অনুযায়ী ভোটার তালিকা করা হোক।

জামাল নজরুল ইসলাম

১৯৯৮ সালে আমার একটি বই প্রকাশিত হয়েছে। নাম শিল্প, সাহিত্য ও সমাজ। বইটির প্রথম অধ্যায়টির শিরোনাম বাংলাদেশ ও উন্নয়ন। এখানে তার কিছুটা অংশ আমি পড়ে শোনাব। এটা প্রাসঙ্গিক। এতে পার্বত্য চট্টগ্রামের কথাও রয়েছে। '১৯৪৭ সালে ঔপনিবেশিকতার অবসান এবং তার আগে পাকিস্তান আন্দোলন, পরবর্তীকালে ভাষা আন্দোলন, স্বাধীনতা সংগ্রাম সফল হওয়ার পরও আমাদের দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বিশেষ একটা উন্নতি হয়নি। এমনকি আমাদের প্রিয় বাংলা

ভাষায়ও কি গ্রামাঞ্চলে বা প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিক্ষার প্রসার ঘটাতে আমরা সক্ষম হয়েছি? শিক্ষার ক্ষেত্রে, চিকিৎসার ক্ষেত্রে, আইন-আদালতের সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য বহু বিষয়ে আমাদের দরিদ্র জনগোষ্ঠী অবহেলিত ও বঞ্চিত রয়ে গেছে।... সম্পদের অভাব মূল কারণ বলে আমি মনে করি না। সঠিক মনোভাব থাকলে, যথাযথ উদ্যোগ নিলে বর্তমান সম্পদেই দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য অনেক কিছু করা যায়। দরিদ্র শ্রেণীর প্রতি অবহেলা উপমহাদেশের প্রতিটি দেশের ব্যাধি বলে আমরা মনে করি। উপজাতিসমূহ যেমন–কোল, বিল, সাঁওতাল–তারা আদিকাল থেকেই অবহেলিত। সে প্রাচীন হিন্দু আমলেই হোক, মুসলমান বা ব্রিটিশ আমলেই হোক। শুধু অবহেলাই নয়, অনেক ক্ষেত্রে তাদের ওপর অত্যাচারও নেমে এসেছে। তাদের মানুষ বলেই গণ্য করা হয়নি। কয়েকটি জনগোষ্ঠী সম্ভবত বিলীনও হয়ে গেছে। অথচ তারাই উপমহাদেশের আদি বাসিন্দা। তাদের জীবনধারা, সংস্কৃতি থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে।'

পার্বত্য চট্টগ্রামের ব্যাপারে আমি যাচ্ছি। 'এটা একটা জটিল সমস্যা, যার জন্য প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট সবার সহযোগিতা ও সমন্বয়ের মনোভাব। চুক্তিটি বাস্তবায়নে দীর্ঘ সময় লেগে যেতে পারে। এর জন্য প্রয়োজন ধৈর্য, সহনশীলতা ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ। আইনগত ও অন্যান্য জটিলতা থাকতে পারে। এমনও হতে পারে, কোনো উপজাতীয় ব্যক্তি এটা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেনি। এখানে খোলামনে দল-মত-ধর্ম-গোষ্ঠী নির্বিশেষে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা কাজে লাগতে পারে। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি ও অউপজাতি জনগোষ্ঠী একই পরিবারের সদস্য। যেকোনোভাবে আমাদের মধ্য থেকেই এর সমাধান খুঁজতে হবে। যদি উপজাতীয় গোষ্ঠীকে আমাদের কাছাকাছি আনতে চাই, তবে তাদের সঙ্গে মিশতে হবে। তাদের ভাষা শিখতে হবে, গান শিখতে হবে। তাদের জীবনধারা ও ইতিহাসের সঙ্গে পরিচয় গড়ে তুলতে হবে।... বিদেশি সাহায্য আমাদের ওপর যে বিরাট ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি করেছে, তা যেন আমরা তাদের ওপর চাপিয়ে না দিই। আমরা এটা মোটামুটি সহ্য করতে পেরেছি, তারা তা পারবে না।' আমি তো বলছি, বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, এডিবি–এদের এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত।

মণিস্বপন দেওয়ান

উন্নয়ন বলতে বুঝি রাস্তাঘাট, ব্রিজ-কালভার্ট বানানো ইত্যাদি। কিন্তু আধুনিক বিশ্বে উন্নয়নের ধারণাটা ব্যাপক ও বহুমাত্রিক। সে দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যাবে, আমরা পিছিয়ে আছি। এ পিছিয়ে থাকা অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য সম্মিলিত প্রয়াস থাকা উচিত। তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো পণ্য হিসেবে আমি নিজের সুবিধা নেব, না দলের সুবিধা নেব, নাকি দেশের সুবিধার দিকটা দেখব। আজ জাতীয় সুবিধার দিকটা নিতে যে চরিত্র দরকার, যে কমিটমেন্ট দরকার, তা আমরা অর্জন করতে পারছি না বলেই আমরা পেছনে পড়ে যাচ্ছি। সুতরাং নেতৃত্বের সংকট নিরসন করতে হলে আমাদের আসল জায়গায় হাত দিতে হবে। সমাজের পুনর্গঠন না হলে এ সংকট মোচন হবে না। শাসনব্যবস্থা, বিচারব্যবস্থার যুগোপযোগী সংস্কার করতে হবে। সামাজিক বিনির্মাণের জন্য সুষম উন্নয়ন দরকার।

গত ৩৫ বছরে দেশে সামষ্টিক অর্থনীতিতে কোনো মধ্যমেয়াদি বা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়নি। যে প্রবৃদ্ধিটা হচ্ছে তা আমরা পরিকল্পিতভাবে সেবামূলক খাতে ব্যবহার করতে পারছি না। অব্যবস্থাপনা, দুর্নীতি, অনিয়মের কারণেই এটা হচ্ছে। আজ বিশ্বব্যাংকের কথা মেনে চলতে আমরা বাধ্য হচ্ছি। তারা তো এক ধরনের মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি। তারা তাদের লাভটাই দেখবে। আমি বলতে চাইছি, আজ বিশ্বে যে পরিবর্তনগুলো হচ্ছে, তার দিকে রাজনীতিবিদ ও অর্থনীতিবিদদের দৃষ্টি দেওয়া উচিত। একটি দেশের উন্নতির জন্য দুটি জিনিসের দরকার। জ্বালানি ও শক্তি। আজ দেখেন পাকিস্তানের সঙ্গে ভারত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলছে। চায়নার সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক ভালো হচ্ছে। অর্থনীতিকে কেন্দ্র করেই কিন্তু এগুলো ঘটছে।

এই পার্বত্যাঞ্চল দেশের একটা বড় সম্পদ। পাহাড়, পর্বত থেকে শুরু করে এখানে যে নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী আছে, তাদের যদি যথাযথ এক্সপোজার দেওয়া যায়, তাহলে এখান থেকেই মিলিয়ন

মিলিয়ন ডলার দেশের সামষ্টিক অর্থনীতিতে জোগান দেওয়া সম্ভব। তাই ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীগুলোকে টিকিয়ে রাখতে টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনা নিতে হবে এবং তার আলোকে তাদের নিরাপত্তার দিকটাও রাজনীতিবিদদের ভাবতে হবে। এ অঞ্চলের মাটির নিচে যে সম্পদ আছে, তা যদি আমরা ব্যবহার করতে চাই, তাহলে এখানে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

আমাদের দেশে আজ যে রাজনৈতিক সংস্কৃতি চলছে, তার আমি নাম দিয়েছি পলিটিক্যাল কাবাডি কালচার। কাবাডিতে প্রথমে একজন ধরে, পরে সবাই তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আমাদের এখানেও হয়েছে সে অবস্থা। দেশের উন্নয়নের জন্য যদি কেউ কাজ করতে চায়, সবাই তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আমি মনে করি এখানে পিআরএসপির মতো আরেকটা বড় পেপার তৈরি করতে হবে। আমি এটার নাম দিয়েছি, মেন্টাল প্রোপার্টি ইরাডিকশন স্ট্র্যাটেজিক পেপার। আমাদের মানসিক দারিদ্র্যের মূলোৎপাটনে একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিতে হবে। না হলে কোথায় পাবেন সেই প্রজ্ঞাবান, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন লোক, যারা বাস্তব অবস্থার আলোকে সমস্যাগুলো ধাপে ধাপে সমাধানে মধ্যমেয়াদি কিংবা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিয়ে এগোবে। আজ তো ভালো মানুষের আকাল পড়েছে। আমি আজ যে স্ট্যান্ডার্ডে চিন্তা করছি, আমার জনগণ তো সে স্ট্যান্ডার্ডে নেই। এখন সবকিছুতেই নগদ নারায়ণ পেতে চায় সবাই। আপনাদের এ উদ্যোগটা ভালো। তবে রাতারাতি এর ফল পাওয়াটা মুশকিল। আপনারা একটা দীর্ঘমেয়াদি কাজ নিয়ে এগোচ্ছেন। এর ফলে ধীরে ধীরে হলেও সমাজে একটা পরিবর্তন আসবে।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

বিভিন্ন জায়গায় বলা হয়েছে, রাজনীতিবিদদের দুটি ট্রেনিং কোর্স করানোর কথা। একটা হলো সোশ্যাল বিহেভিয়ারাল চেঞ্জ, আরেকটা হলো টোটাল কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট। এখন মনিস্বপন দেওয়ান বললেন, মেন্টাল প্রোপার্টি ইরেডাকশন স্ট্র্যাটেজি পেপার তৈরি করতে।

সুকুমার দেওয়ান

রাজনৈতিক দলগুলোর রেজিস্ট্রেশনের পাশাপাশি রাজনৈতিক নেতাদেরও রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। যারা দল বদল করবেন তাদের পরবর্তী পাঁচ বছর মনোনয়ন না দেওয়ার বিধি রাখতে হবে। দল পরিবর্তনের সময় নির্বাচন কমিশনকে তা জানাতে হবে। সরকারি কর্মকর্তা ও সামরিক আমলাদের ক্ষেত্রে অবসর নেওয়ার পরবর্তী পাঁচ বছর নির্বাচনে অংশ না নেওয়ার বিধান করতে হবে। আর বিভিন্ন আসনে ভোট করার প্রক্রিয়া বন্ধ করতে হবে। আমি মনে করি, সবার নিজ আসন থেকেই নির্বাচন করা উচিত, অন্য এলাকা থেকে দাঁড়ালে ওই এলাকার মানুষের অধিকার ক্ষুণ্ন হয়।

সাগরিকা রোয়াজা

একটি সমাজ বা দেশকে সমৃদ্ধশালী করতে নারী-পুরুষ সমতা প্রয়োজন। তাই নারীদের এগিয়ে আনতে সংসদের সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচন দিতে হবে। এর মধ্যে আদিবাসী নারীদের বিশেষ আসন সাংবিধানিকভাবে নিশ্চিত করতে হবে। যেকোনো উন্নয়নের ক্ষেত্রে নারীদের জন্য আলাদা বাজেট রাখতে হবে। ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষেরা যাতে বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে সব অধিকার ভোগ করতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে। আদিবাসীদের ভূমির অধিকার সাংবিধানিকভাবে নিশ্চিত করতে হবে।

হংসধ্বজ চাকমা

নির্বাচন করতে হলে প্রশাসনকে নিরপেক্ষ হতে হবে। কিন্তু প্রশাসন যে আমাদের প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণ করছে তার একটা উদাহরণ আমি তুলে ধরছি। খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসক একটা বই লিখেছেন। সে বইয়ে লেখা আছে–চাকমা, মারমা, ত্রিপুরারা অনুপ্রবেশকারী, বাঙালিরাই এ এলাকার

মূল বাসিন্দা। এ রকম একজন পক্ষপাতপুষ্ট জেলা প্রশাসক যেখানে থাকেন, সেখানে কি সুষ্ঠু নির্বাচন হতে পারে? তাই নির্বাচনের আগে খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসককে অপসারণের দাবি আমি তুলছি। ভোটার তালিকা সঠিকভাবে প্রণয়ন করে তিন পার্বত্য জেলায় নির্বাচন করতে হবে। প্রশাসনের যেসব ব্যক্তি পক্ষপাতপূর্ণ আচরণ করছেন, তাদের অপসারণ করতে হবে।

সন্তোষিত চাকমা

আমি পার্বত্য চট্টগ্রামের বিষয় নিয়ে বলছি। দুই দশকের অধিক কাল ধরে এখানে হাজার হাজার লোক উদ্বাস্তু হয়েছে। ভারতে ৭০ হাজারের বেশি লোক আশ্রয় নিয়েছিল। অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু হয়েছিল ৯০ হাজার ২০৮টি পরিবার। এক ডজনের বেশি গণহত্যা সংঘটিত হয়েছিল। সে অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের এখনো পুনর্বাসিত করা হয়নি। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলেও হয়নি, বিএনপির আমলেও হয়নি। ভোটার তালিকাও যথাযথভাবে হয়নি। তাহলে কী করে সুষ্ঠু নির্বাচন হবে। প্রকৃত জনপ্রতিনিধি কীভাবে নির্বাচিত হবে। পার্বত্য শান্তিচুক্তি অনুযায়ী যারা এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা তাদের নিয়ে কেবল ভোটার তালিকা করতে হবে। এখানে কর্মরত পুলিশ ও সেনা কর্মকর্তা, সরকারি কর্মচারীরা এখানকার স্থানীয় ও জাতীয় নির্বাচনে ভোট দেন। তারা কেন এখানে ভোট দেবেন। পার্বত্য চট্টগ্রামে দেখা যায়, ভোটকেন্দ্র ও ভোটারদের বাসস্থানের দূরত্ব অনেক। এসব ক্ষেত্রে কেন্দ্রগুলো পুনর্বিন্যাস করা দরকার। নইলে তারা আগের মতোই ভোট দিতে পারবে না।

সুদত্ত বিকাশ তন্‌চংগ্যা

আমি সুনির্দিষ্ট কিছু কথা বলব। প্রথমত, আগামী নির্বাচনে যারা সাংসদ নির্বাচিত হবেন, তারা যেন আইন প্রণয়নেই নিজেদের নিয়োজিত রাখেন। দ্বিতীয়ত, যেকোনো আইন সংসদে পাস হওয়ার আগে যেন জানানো হয়, যাতে মতামত দেওয়ার সুযোগ থাকে। তৃতীয়ত, শিশুদের যেন নির্বাচনে ব্যবহার না করা হয়। আর নাগরিক আকাঙ্ক্ষার তিন নম্বরে একটা কথা আমি যোগ করতে চাই। সেটা হচ্ছে, আদিবাসীদের অধিকার সংরক্ষণে যেন আইন করা হয়।

শিশির চাকমা

আজ যখন এখানে আলোচনা হচ্ছে, তখন সাজেকে অনেকে না খেয়ে আছে। তাদের ভূমির অধিকার, জুম চাষের অধিকার দেওয়া হচ্ছে না। সরকার থেকে কোনো সাহায্য আসছে না। আমরা বাইরে যতই বলি না কেন, ভোটটা কিন্তু বিএনপি-আওয়ামী লীগকেই দেব। এ হচ্ছে বাংলাদেশের চলমান সংস্কৃতি। এই যে শান্তিচুক্তি, এটা শুধু আওয়ামী লীগ করেনি, করেছে সরকার। এটা বাস্তবায়নে বিএনপি আন্তরিক না। এ বিষয়টি ভাবতে হবে। বস্তুত রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত যত দিন বাস্তবায়িত না হবে তত দিন সংস্কার বলি, জবাবদিহিতা বলি, এগুলোর মীমাংসা হবে না।

জহির আহমেদ

আমার পূর্ববর্তী বক্তা বলেছেন শান্তিচুক্তি নিয়ে বিএনপি ভাবছে না, আমি এর সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করছি। ভাবছে বলেই আজ বিভিন্ন বিভাগ জেলা পরিষদের কাছে হস্তান্তর করা হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে হাজারো সমস্যা আছে। এখানে নাগরিক আকাঙ্ক্ষায় দেখছি, ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর সমঅধিকার নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। আমি প্রস্তাব করব, এখানে জনসংখ্যার অনুপাতে সমঅধিকার বা অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা সংযোজন করা হোক। আজকের অনুষ্ঠানের সভাপতি রাঙামাটি জেলা পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান। শান্তির লক্ষ্যে ভোট দিয়ে তাকে আমরা নির্বাচিত করেছি। কিন্তু ওই চুক্তিতে লেখা আছে, বাঙালিরা প্রার্থী হতে পারবে না। সম্প্রতি আমি ইন্দোনেশিয়ায় গিয়েছিলাম। সেখানে কালিমান্তর প্রদেশে এখানকার মতোই সমস্যা আছে। সেখানে গভর্নর হলেন একজন খ্রিষ্টান। তবে ভাইস গভর্নর, ডেপুটি গভর্নর কিন্তু মুসলমান। তাই আমি বলব, এখানেও সে রকম

পদ সৃষ্টি করে আমাদের বাঙালিদের কথা বলার সুযোগ করে দিতে। এটা যত দিন দেওয়া না হবে, তত দিন সমস্যার সমাধান হবে বলে আমি মনে করি না।

দিলীপ দেব

আজ বিশ্বব্যাংক, আইএমএফের কথায় দেশ চলে। নির্বাচন কীভাবে হবে সেটা বলে দেন আমেরিকা, ভারতের রাষ্ট্রদূত। এটার তো দরকার নেই। আমাদের নির্বাচন আমরাই করব। আমার প্রশ্ন, আমাদের সংসদ সদস্যেরা কি কখনো সংসদে দাঁড়িয়ে বলেছেন যে আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিতে হবে? সার্বিক উন্নতির জন্য আর্থসামাজিক অবকাঠামোর উন্নয়ন ঘটাতে হবে। জেলা পরিষদকে কার্যকর করতে হবে। পাহাড়ি-বাঙালি নির্বিশেষে সবাইকেই এগিয়ে আসতে হবে।

মাওলানা মোহাম্মদ শাহজাহান

বাংলাদেশে শান্তি আনতে হলে দুই নেত্রীকে একসঙ্গে বসাতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রশ্নেও যদি দুই নেত্রীকে একত্র করা যায়, তবেই সমস্যার সমাধান সম্ভব বলে আমি মনে করি। আর নির্বাচন সুষ্ঠু করতে ভোটার আইডি কার্ডের বিকল্প নেই। পার্বত্য চট্টগ্রামে অনেক সংস্থা। আঞ্চলিক পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা, জেলা প্রশাসন ইত্যাদি। এগুলোর মধ্যে সমন্বয় নেই। এটা গড়ে তুলতে হবে।

সুরেশ কুমার চাকমা

বাংলাদেশের সবচেয়ে পুরোনো প্রতিষ্ঠান হলো ইউনিয়ন পরিষদ। অথচ বিভিন্ন সরকারের সময় আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় এটাকে ভূলুণ্ঠিত করা হয়েছে। আমি বলব, ইউনিয়ন পরিষদসহ স্থানীয় সরকার কাঠামো শক্তিশালী করতে হবে। চুক্তি অনুযায়ী ভোটার তালিকা করতে হবে। আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রণালয়ের বাইরেও আদিবাসী মন্ত্রণালয় গঠন করতে হবে। আর সংসদ সদস্যেরা যেন আইন প্রণয়নে নিজেদের নিযুক্ত রাখেন।

ফিরোজ আল মাহমুদ

নির্বাচন কমিশন ঠিক না হলে কখনোই নির্বাচন সুষ্ঠু হবে না। সংসদে যে ভাষা ইদানীং ব্যবহৃত হয়, তা শুনলে কষ্ট লাগে। তাই আমি বলব, যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনই শেষ কথা নয়, সংসদেও যেন পরিবেশ সুস্থ থাকে।

শক্তিপদ ত্রিপুরা

নাগরিক আকাঙ্ক্ষার তিন নম্বরে আমি অপারেশন উত্তরণ বন্ধ করাসহ পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের দাবি সংযোজনের প্রস্তাব করছি। ভূমি অধিকার বিষয়ে আমার প্রস্তাব, আদিবাসীদের ঐতিহ্যগত ভূমির অধিকারসহ ক্ষুদ্র জাতিসত্তার ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশ নিশ্চিত করতে হবে। রোহিঙ্গারা যাতে ভোটার না হতে পারে সে বিষয়ে জোরালো ভূমিকা রাখতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমির জবরদখল এবং এতে সেনাবাহিনীর যে সহযোগিতামূলক তৎপরতা তা বন্ধ করতে হবে।

রাজা দেবাশীষ রায়

রাষ্ট্রের সুযোগবঞ্চিত মানুষের জন্য কিছু করাটা কিন্তু সংবিধান পরিপন্থী নয়, মৌলিক অধিকার পরিপন্থীও নয়। আমরা বরাবরই দেখে আসছি, জাতীয় আইনসভায় পার্বত্য চট্টগ্রামের যে প্রতিনিধিরা থাকেন, তারা প্রান্তিক অবস্থানে থেকে যান। তাই আমরা যদি সত্যিকারের গণতন্ত্র আনতে না পারি এর অবসান হবে না। প্রথম কথা–

আদিবাসী বললেই যে তার হাজার বছর ধরে থাকতে হবে, অন্যরা যারা তাদের অধিকারের ওপর চলে যাবে–এটা কিন্তু না। বাংলাদেশের সংবিধানেও এটা নেই। আন্তর্জাতিক মানবাধিকারেও নেই।

দ্বিতীয় কথা, সমঅধিকার মানে এই নয় যে সবাই সমান আচরণ করবে। বরং এর মানে হলো আচরণ ভিন্ন হলেও সবাই সমান ফলাফল পাবে। আরেকটা বিষয়, পার্বত্য চট্টগ্রামে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী বাস করে, তাদের অধিকার রয়েছে। এর সঙ্গে কিন্তু সাম্প্রদায়িকতাকে গুলিয়ে ফেললে চলবে না। কখনো কখনো আমরা দেখি কোনো কোনো নেতা-কর্মী এর অপব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। যদি কোনো জনগোষ্ঠী তারা যে নামেই অভিহিত হোন না কেন, তারা যদি সুযোগবঞ্চিত হয়ে থাকেন, সেক্ষেত্রে তাদের জন্য কোনো আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হলে সেটা কোনোভাবেই সমঅধিকারের পরিপন্থী নয়।
এখানে আমি একটি দলে যোগদান করতে চাইছি, সেটা হচ্ছে মোবাইল দল। এখানে মোবাইল চালু করা দরকার। সেটা প্রথমে সেনাসদর দিয়েও শুরু করা যায়। প্রথমে তিন অথবা পাঁচ কিলোমিটার দিয়ে শুরু হোক। শুধু খারাপ মানুষেরা তো মোবাইল ব্যবহার করবে না, ভালো মানুষও করবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রেক্ষাপটে আমি দুটো কথা বলতে চাই। এখানকার অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু যারা আছেন, তাদের যেন একটা ব্যবস্থা করা হয়। ভোটকেন্দ্রের ক্ষেত্রে আমি বলব, পার্বত্য চট্টগ্রামে কেবল জনসংখ্যা অনুসারে কেন্দ্র করলে হবে না, ভৌগোলিক অবস্থানটাও বিবেচনায় রাখতে হবে। এখানকার সাজেক ইউনিয়ন, সেটা অনেক জেলার চেয়েও বড়। আর নিরাপত্তাকর্মীসহ সরকারি কর্মকর্তারা যেন নিরপেক্ষ থাকেন, সেটা দেখতে হবে। শুধু ভোটের দিন নয়, এ পর্যবেক্ষণ এখন থেকেই শুরু করতে হবে। ভোটার তালিকায় যারা অন্তর্ভুক্ত হননি, তাদের নাগরিক কমিটির এবং রাজনৈতিক দলগুলোর থেকে সহযোগিতা করতে হবে। এ অঞ্চলে সুষ্ঠু নির্বাচন করা আমাদের জন্য একটা বড় চ্যালেঞ্জ। আর আমি আপনাদের সঙ্গে অবশ্যই একমত যে সৎ, বিচক্ষণ নেতাই আমরা চাই।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য
আমরা যেসব স্থানে গিয়েছি, সব স্থানেই যোগ্য প্রার্থী নিয়েই বেশি আলোচনা হয়েছে। তবে ভোটার তালিকা নিয়ে আলোচনা সেভাবে হয়নি। আমরা এটুকু অনুভব করছি যে পার্বত্য চট্টগ্রামে ভোটার তালিকা করার ক্ষেত্রে অন্য যেকোনো এলাকার চেয়ে বেশি যত্ন নিতে হবে। আমি নিজেও এখন রাজা দেবাশীষ রায়ের মোবাইল দলে যোগ দিচ্ছি। এ অঞ্চলে যেন খুব দ্রুত, আগামী নির্বাচনের আগেই, মোবাইল নেটওয়ার্ক চালু করা হয় সে দাবি আমি করছি।

চিংকিউ রোয়াজা
আমি শুধু দুটো কথা বলতে চাই। এখানে ব্যানারে লেখা আছে, জবাবদিহিমূলক উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সুশীল সমাজের উদ্যোগ। জবাবদিহিতা বলতে আমি যা বুঝি, সেটা হলো কিছু করার আগে তা বলা এবং করার পর তা তুলে ধরা। আরেকটা কথা হচ্ছে, সমগ্র পৃথিবীটা আমার দেশ, সব মানুষ আমার আত্মীয়স্বজন, মানবকল্যাণই হচ্ছে আমার একমাত্র ধর্ম। আমাদের জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যেন এই প্রেরণাই কাজ করে।

জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা
আমরা যতই বলি না কেন মন খুলে সংলাপ করব, সেটায় বোধ হয় পরিবেশ সম্মতি দিতে পারে না। বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রামে, যেখানে সামরিক শাসন বিরাজ করছে। আজ অবশ্য এ পরিবেশ শুধু চট্টগ্রামে নয়, সারা দেশেই আমরা দেখি। সন্ত্রাস, দুর্নীতি, স্বৈরাচারী কার্যকলাপে সার্বিকভাবে মানুষের জীবন আজ বিপর্যস্ত। এ অবস্থায় দেশের ভালোর জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন আয়োজকেরা।
আজ আমরা যে স্বপ্নের কথা বলি, যে উন্নয়ন আকাঙ্ক্ষার কথা বলি তা কি এ বাস্তবতায়, এ সমাজব্যবস্থায় সম্ভব? আমরা যে বিশ্বে রয়েছি তা হচ্ছে উন্নয়নশীল বিশ্ব। এ বিশ্ব সামন্ততান্ত্রিক, আধা পুঁজিবাদী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চিন্তাভাবনা দ্বারা প্রভাবিত। ফলে এখানে কি আমরা উন্নয়ন বা সুশাসনের আশা করতে পারি?

আমাদের দেশে যে নির্বাচন হয়, তাতে দেখি দলীয়করণের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ। সেখানে প্রার্থী যোগ্য না অযোগ্য সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা হচ্ছে দল। যে দল জিতবে তারা সরকার গঠন করবে। গত ৩৫ বছরে কয়েকটি দল এখানে মানুষের জীবনধারাকে প্রভাবিত করে আসছে। কিন্তু সত্যিকারের উন্নয়ন প্রচেষ্টায় বড় দলগুলোর কোনো কর্মসূচি আমি দেখছি না। যেনতেন উপায়ে রাষ্ট্রক্ষমতা ধরে রাখাই এখানে আসল বিষয়। মানুষের মৌলিক অধিকারের ব্যাপারে লড়াই করার তাদের কোনো তৎপরতাও আমার চোখে পড়ছে না। ১৪ কোটি মানুষের এ দেশে শিক্ষার হার খুব বেশি নয়, তাই নির্বাচনে দলই এখানে প্রাধান্য পেয়ে থাকে। ফলে অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক সমাজ গঠনে আইন প্রণেতাদের কোনো বিশেষ ভূমিকা এখানে দৃশ্যমান নয়। এ জন্যই সন্ত্রাস, দুর্নীতি, সংঘাত মানুষের মৌলিক অধিকার খর্ব করেই চলেছে।

মানুষের সত্যিকারের উন্নয়ন হতে পারে যদি সমাজে শোষণ-নিপীড়নের অবসান ঘটে। তবে এ রকম সমাজ আমরা রাতারাতি পেতে পারি না। আজ সার্বিকভাবে আমরা দেখছি, সংখ্যাগরিষ্ঠ বা সংখ্যালঘিষ্ঠ কারও মনেই স্বস্তি নেই। আর গরিব, সংখ্যালঘু আদিবাসীদের অবস্থা তো আরও করুণ। এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে হলে সচেতন মানুষের উদ্যোগী হতে হবে। এখানে অনেক বক্তব্য এসেছে, অনেক মতামত এসেছে। এর ভেতর দিয়ে প্রকাশ হয়েছে আমাদের চিন্তাধারায় কত গরমিল রয়েছে। চিন্তাধারার মধ্যে বিদ্যমান এ দূরত্ব যদি দূর করা না যায়, তাহলে কীভাবে এ দেশকে আমরা সুন্দরভাবে গড়ে তুলব? আজ সারা দেশে নির্ধনের ওপর ধনীদের যে শোষণ তা বন্ধ করতে হলে চিন্ত াধারার আমূল পরিবর্তন ঘটাতে হবে। আজ দেশে নির্বাচন কারা করে–ধনী ও উচ্চ মধ্যবিত্ত লোকজন। যারা শ্রমিক শ্রেণী, যারা গরিব তারা তো নির্বাচন করতে পারেন না। এখন ২০০৭ সালের নির্বাচনটাকে আমরা কীভাবে দেখব? দুই ধারায় বিভক্ত রাজনীতির ভিত্তিতে, না অন্যভাবে। এটা আজকের অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের কাছে আমার প্রশ্ন। আমি মনে করি ধনীদের রাজনীতি করে সমাজে উন্নয়ন কখনোই সম্ভবপর নয়। আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি, ২০০৭ সালে নির্বাচনে যে ফলাফল হবে, তাতে আমাদের জীবনকে সুন্দর করার জন্য, উন্নয়ন প্রতিষ্ঠা করার জন্য কোনো রাজনীতির চর্চা হবে না। সে সরকারও আমরা পাব না। তবে এ ধরনের মহৎ প্রচেষ্টা আমাদের চালিয়ে যেতে হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে যে বাস্তবতা, আমরা এখানকার পাহাড়ি-বাঙালি বাসিন্দারা সামরিক সন্ত্রাসের বেড়াজালে আবদ্ধ। দুরু দুরু বুকে প্রতি মুহূর্তে আমরা যে জীবন অতিবাহিত করছি এ জীবন বাংলাদেশের অন্য কোথাও কেউ অনুভব করেন কি না আমি জানি না। এখানে মতিউর রহমান, ড. দেবপ্রিয়, প্রফেসর জামাল নজরুলের মতো গুটিকয়েক বন্ধু আছেন, যারা আমাদের এই বাস্তবতা হৃদয় দিয়ে অনুভব করেন। অন্য হাজারো মানুষের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে, তারা জানেন না পার্বত্য চট্টগ্রামে কী বাস্তবতা বিরাজমান। যে সরকারের সময়ে চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে, তারাই আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করেছে। সেই সরকার তিন বছর আট মাস সময় পেয়েছিল। আমি মনে করি, ওই সময়কালে চুক্তির ষোল আনাই বাস্তবায়ন করা সম্ভব ছিল। শুধু প্রয়োজন ছিল সদিচ্ছা আর আন্ত রিকতার। কিন্তু বড় দলগুলোর নীতি-আদর্শ এর অনুকূল নয় বলে আমি অনুভব করছি। আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নিয়ে আমি যে বাস্তবতা অনুভব করছি, তা অত্যন্ত ভয়াবহ। এর মধ্যে এখানে কীভাবে সুষ্ঠু নির্বাচন হবে, তা আমি ভাবতে পারি না। এ রকম হলে যে অনুভূতি নিয়ে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে তা কীভাবে কার্যকর হবে। চুক্তির মাধ্যমে আমরা আমাদের জাতির অস্তিত্ব সংরক্ষণ করতে চাই। চাই ভূমির অধিকার, সংস্কৃতির অধিকার। চাই একটা গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা, যার মধ্য দিয়ে আমরা এখানকার সম্পদ জাতি তথা দেশের স্বার্থে কাজে লাগাতে পারি।

গৌতম দেওয়ান

এখানে অত্যন্ত উপভোগ্য ও প্রাণবন্ত আলোচনা হয়েছে। একটা বিষয় আমার উপলব্ধিতে এসেছে। সেটা হচ্ছে, আমরা যারা পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাস করি, তারা সবাই দেশের মূল স্রোতধারা থেকে

বিচ্ছিন্ন ছিলাম। আমরা প্রথম ভোট দিয়েছি ১৯৫৪ সালে। স্থানীয় সরকার নির্বাচনে প্রথম ভোট দিতে পেরেছি ১৯৬০ সালে। এর আগে কিন্তু আমাদের ভোটাধিকার ছিল না। আমরা বিচ্ছিন্ন ছিলাম। সে প্রেক্ষাপটে আজকের এ আলোচনার অংশ হয়ে আমরা গর্ব বোধ করছি। ভালো লেগেছে, অনেকেই অনেক প্রস্তাব দিয়েছেন। অনেকে আবার সংশয় প্রকাশ করেছেন, রাজনৈতিক দলগুলো এসব শুনবে কি না। কিছুদিন আগে সিলেটে সংলাপে ড. জাফর ইকবাল বলেছিলেন, কোনো কিছু আদায় করতে হলে জনগণকে তা জানাতে হবে, বোঝাতে হবে। তাই জনমত সংগঠিত করাই গুরুত্বপূর্ণ। আজকের যে আয়োজন, তার তাৎক্ষণিক ফল হয়তো পাওয়া যাবে না। কিন্তু এটা বৃথা যাবে না। জনগণের মধ্যে আজ সচেতনতা তৈরি হচ্ছে। আর রাজনৈতিক দলগুলো তো আমাদেরই অংশ। সংলাপের মাধ্যমে কিন্তু তাদের হেয় কিংবা প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দাঁড় করানো হচ্ছে না। সৎ মানুষ খোঁজা তো আমাদেরই কাজ। আমি উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। যারা ধৈর্য ধরে অনুষ্ঠান শুনেছেন, সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছেন সবাইকে ধন্যবাদ দিচ্ছি।

সংলাপ থেকে প্রাপ্ত সুপারিশমালা (সংক্ষেপিত)

নির্বাচন কমিশন

● নির্বাচন কমিশনারের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রদান। ● নির্বাচন কমিশনারের পদত্যাগ। ● বর্তমান ভোটার তালিকা বাতিলকরণ। ● পার্বত্য অঞ্চলে ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে দূরত্ব অনুসারে, জনসংখ্যা অনুসারে নয়। ● রাজনৈতিক দল পরিবর্তন বন্ধের লক্ষ্যে রাজনীতিবিদদের নাম রেজিস্ট্রিকরণ। ● পার্বত্য শান্তিচুক্তির আওতায় তিন পার্বত্য জেলায় পৃথক ভোটার তালিকা নির্বাচনী প্রণয়ন।

নির্বাচনী আচরণবিধি। ● প্রতীক নয়, প্রার্থীই হোক যোগ্যতার মাপকাঠি। ● আমলাদের জন্য অবসরের পাঁচ বছর পর দলে অন্তর্ভুক্তি ও আরও পাঁচ বছর পর নির্বাচনী মনোনয়ন প্রদান। ● প্রত্যেক ব্যক্তি শুধু নিজ জেলা থেকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারেন। ● সাংসদদের কাছ থেকে সংসদে শতকরা ৯০ ভাগ দিন উপস্থিতির অঙ্গীকারপত্র গ্রহণ, অন্যথায় সদস্যপদ বাতিল বলে গণ্য হতে হবে। ● সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন না রেখে সরাসরি নির্বাচনে অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে। ● শিশুদের সরাসরি নির্বাচনের সঙ্গে সম্পৃক্ত না করা।

রাজনৈতিক সংস্কার

● জাতীয় নীতিমালার মুহুর্মুহু পরিবর্তন বন্ধ করতে হবে। ● শিক্ষার ক্ষেত্রে শহর ও গ্রামের বৈষম্য দূরীকরণ। ● গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক রূপের অপব্যবহারের ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা প্রদান। ● জাতীয় স্বার্থে টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ।

এলাকাভিত্তিক ইস্যু

● পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তিচুক্তির দ্রুত বাস্তবায়ন। ● কাপ্তাই বাঁধের ফলে উপদ্রুত এলাকায় বিনা মূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহের অঙ্গীকারের অতিসত্বর বাস্তবায়ন। ● সুপেয় পানির সুব্যবস্থা করা। ● ডিজিটাল টেলিফোন চালু করা। ● মোবাইল সেবা চালু করা। ● জেলার সুষ্ঠু বিচারকার্যের স্বার্থে অতিসত্বর জেলা জজের নিয়োগ প্রদান। ● পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়ন ব্যয় সম্বন্ধে স্বচ্ছতা প্রদান। ● মৎস্যসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিকল্পিত মৎস্য উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ। ● পার্বত্য চট্টগ্রামের বৃক্ষ ও মৎস্য নিধন বন্ধের ফলে অনেকে কর্মসংস্থানের সুযোগ হারিয়েছে। এসব মানুষের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। ● পার্বত্য চট্টগ্রামের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর মানোন্নয়ন। ● পার্বত্য চট্টগ্রামে জনপ্রতিনিধিত্বশীল শাসনব্যবস্থার দ্রুত বাস্তবায়ন। ● জেলা পরিষদ বা আঞ্চলিক পরিষদের জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধি করতে হবে। ● পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সামরিক শাসন প্রত্যাহার। ● নারীদের জন্য সম্পূর্ণ নিরাপত্তা বিধান। ● আদিবাসীদের অধিকার বিষয়ে জাতীয় নীতিমালা প্রণয়ন। ● পাহাড়ি ও বাঙালির মধ্যে বিভেদ এবং বৈষম্য নিরসন। ● পাহাড়িদের পূর্ণ সাংবিধানিক স্বীকৃতি ও মৌলিক অধিকার নিশ্চিতকরণ। ● আদিবাসীদের জন্য সংসদে আসন বরাদ্দ থাকতে হবে। ● মহিলা আদিবাসীদের জন্য পৃথক বাজেট প্রণয়ন। ● খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসককে নির্বাচনের আগে অপসারণের দাবি। ● অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন। ● সংসদে কোনো সম্প্রদায়ের জন্য আইন পাস করতে হলে ওই সম্প্রদায়ের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। ● বিদ্যুৎ ও এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অবকাঠামোর উন্নয়ন। ● পাহাড়ি ও বাঙালির মধ্যে জনসংখ্যা অনুপাতে সমঅধিকার প্রণয়ন। ● রাজনৈতিক নেতাদের পার্বত্য চট্টগ্রাম ভ্রমণ। ● আদিবাসীদের জন্য পৃথক মন্ত্রণালয়। ● সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে অপারেশন উত্তরণ এবং ভূমি জবরদখল অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। ● নির্বাচনের পর আদিবাসী এবং সংখ্যালঘুদের জন্য রাষ্ট্রীয় নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তা প্রদান। ● নিরাপত্তা বাহিনীর কর্মকর্তাদের নিরপেক্ষতা।